# নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব

(**সুজন**-সুশাসনের জন্য নাগরিক, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭)

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক। এ জন্য আরো প্রয়োজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংস্কার। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের দাবি জানানো হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে আগামী সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের একটি নতুন খসড়া তৈরী করেছে, যা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

| | **নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব** | **সুজনে'র সুপারিশ/মন্তব্য** |
|---|---|---|
| নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ | নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে নতুন কোন প্রস্তাব করে নি। তবে কমিশনের সচিবালয় প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয় থেকে আলাদা করার লক্ষ্যে সরকারের নিকট একটি পৃথক প্রস্তাব পেশ করেছে বলে শোনা যায়। | কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত নিজস্ব স্বাধীন সচিবালয় এবং এর সদস্য সংখ্যা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও কমিশনের সদস্যদের সংখ্যা, নিয়োগ পদ্ধতি ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। একইসাথে কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। |
| প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা | **বিদ্যমান আইন অনুযায়ী:** ক) দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে; খ) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে; গ) দুর্নীতির কারণে প্রজাতন্ত্রের চাকুরি থেকে বরখাস্ত বা অপসারিত হওয়ার পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে; ঘ) সরকারের সাথে পণ্য সরবরাহে বা চুক্তি বাস্তবায়নে কোন সম্পর্ক থাকলে; ঙ) ঋণখেলাপী হয়ে থাকলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।<br>**এগুলোর সাথে নতুন প্রস্তাব হলো:**<br>ক) বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদত্যাগ, অবসর বা পদচ্যুতির তিন বছর অতিবাহিত না হলে; খ) প্রজাতন্ত্রের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ, অপসারণ, বরখাস্ত, পদত্যাগ ও চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিলের তিন বছর অতিবাহিত না হলে; গ) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে তিন বছর অতিবাহিত না হলে (নতুন দলের জন্য প্রযোজ্য নয়); ঘ) তিন মাসের বিলখেলাপী হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। এখানে ঋণখেলাপী হিসাবে *ঋণের জামিনদার ও বন্ধকদাতা এবং ব্যাংকের সাথে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।* মনোনয়নপত্র দাখিলের এক বছর পূর্বে ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না, যা পূর্বে ছিলো না। | বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত এনজিও কর্মকর্তাদের সাথে জাতীয় এনজিও কর্মকর্তাদেরও নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত এবং বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওর সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন।<br>ঋণ খেলাপীদের সাথে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত যে সকল কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ বাজারে প্রাইমারি শেয়ার ছেড়ে মূলধন সংগ্রহ করেছে কিন্তু নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং লভ্যাংশ পরিশোধ করে না তাদেরকেও নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত।<br>সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ, নৈতিক স্খলনজনিত কারণে যেকোন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত হলে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা জরুরি। এছাড়াও নির্বাচনে বেআইনী ও দুর্নীতিমূলক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে নির্বাচনে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা উচিত। |
| মনোনয়ন পত্রের সাথে প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি ও সম্পদের বিবরণী দাখিল | মনোনয়ন পত্রের সাথে হাইকোর্ট নির্দেশিত ৮ ধরণের তথ্যাদি হলফনামার আকারে দাখিলের প্রস্তাব করেছে (বর্তমানে যা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে)। তথ্যগুলো হলো: ক) সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা; খ) সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন মামলার বিবরণী; গ) পেশা বা জীবিকা; ঘ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ; ঙ) পূর্বে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি পূরণে তার ভূমিকার বিবরণ; চ) তার এবং তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সম্পদ ও দায়-দেনার বিস্তারিত বিবরণ; ছ) ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসেবে বা যৌথভাবে ঋণ নিয়ে থাকলে তার বিবরণ। এগুলো বিদ্যমান আইনে নেই। | মনোনয়নপত্রের সাথে এসকল তথ্যাদি দাখিলের পরিবর্তে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে আগ্রহী প্রার্থীগণ রিটার্নি অফিসারের নিকট তথ্যাদি দাখিলের বিধান করা প্রয়োজন। রিটার্নিং অফিসার এগুলি জনগণের অবগতির জন্য ৭২ ঘন্টার মধ্যে তা ওয়েবে পোস্টিং করবেন। জীবনযাত্রার মানসহ প্রার্থী বা তার নিকট আত্মীয়ের সরকার বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কি না তাও একইসাথে জানাবেন। প্রার্থী কোন ব্যক্তির নিকট থেকে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ বা অনুদান গ্রহনে আগ্রহী হলে উক্ত ব্যক্তিরও জীবন যাত্রার মানসহ আয়করের রিটার্ণ দাখিল করা প্রয়োজন। বর্তমানে এ সকল তথ্য দাখিলের জন্য যে ছক ব্যবহৃত হচ্ছে তা থেকে পূর্ণ |

| | | |
|---|---|---|
| | **এ বিষয়ে কমিশনের আরো প্রস্তাব হলো:**<br>পূর্বে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের ৭দিনের মধ্যে প্রার্থীদের যে সকল তথ্যাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করার কথা তা এখন মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। তথ্যগুলো হলো: ক) নির্বাচনী ব্যায়ের উৎস; খ) প্রার্থীর সম্পদ, বার্ষিক আয়-ব্যয়, দায়-দেনার বিবরণী; গ) সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়করের বিবরণী। নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রার্থী অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ বা চাঁদা হিসাবে অর্থ গ্রহণ করলে সেই অর্থের উৎস সর্ম্পকেও অবহিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। | চিত্র পাওয়া যায় না। তাই ছকগুলো পরিবর্তন করা প্রয়োজন।<br>এ ব্যাপারে কমিশন ৫০ নং ধারার হেডিংটি **"মনোনয়নপত্রের সহিত নির্বাচনের সম্ভাব্য খরচের উৎসের বিবরণী পেশ"** হলেও মূল টেক্সটে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ৭ দিনের মধ্যে জমা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত এখানে একটি অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি বিরাজমান। |
| মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই | মনোনয়নপত্র বাতিলের পাশাপাশি গ্রহণের ক্ষেত্রেও আপিলের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কমিশনের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে যে কোন প্রার্থী বা ব্যাংক/আর্থিক/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ আপিল করতে পারবে। আপিল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা না করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। | এক্ষেত্রে আপিলের সংখ্যা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সাথে আপিল নিস্পতিকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। |
| ব্যালট পেপারে প্রার্থীর ছবি ও না ভোটের বিধান | 'না' ভোটের বিধান এবং 'না' ভোটের পক্ষে যদি প্রদত্ত ভোটের অর্ধেক বা ততোধিক হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। | 'না' ভোটের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের পরিবর্তে সবোর্চ্চ ভোট পড়লেই পুনরায় নির্বাচনের বিধান রাখা উচিৎ। এক্ষেত্রে পূর্বের প্রার্থীদের পুনরায় প্রতদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ না দেয়া আবশ্যক।<br>প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার না করে শুধুমাত্র দলীয় প্রতীক দেখে অনেকেই ভোট দিয়ে থাকে। তাই ব্যালট পেপারে দলীয় প্রতীকের পাশাপাশি প্রার্থীর ছবি থাকলে তা কিছুটা হ্রাস পাবে এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। |
| ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা | নির্বাচনের ফলাফল প্রার্থীর এজেন্টকে দেয়া ছাড়াও ভোট কেন্দ্রের দেয়ালে লাগিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। | ভোট গণনায় যাতে কোন কারচুপি না হয়, সেজন্য কেন্দ্রে এবং রির্টানিং অফিসারের কার্যালয়ে অর্থাৎ দুইবার ভোট গণনার বিধান করা যেতে পারে। বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। |
| নির্বাচনী ব্যয় | প্রার্থীর খরচ কোন তারিখ হতে 'নির্বাচনী খরচ' হিসাবে গণ্য করা হবে তা নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞায় সুস্পষ্টভাবে কোন উল্লেখ নেই। কমিশনের খসড়া প্রস্তাবের ৫১ ধারায় নির্বাচনী খরচের ব্যবহার সর্ম্পকে বলা হযেছে তিন সপ্তাহ পূর্বে নির্বাচনী ব্যায়ের জন্য নির্ধারিত ৫ লাখ টাকা ব্যয় করা যাবে না। এতে বোঝা যায় নির্বাচনী ব্যয় নির্বাচনের তারিখের ৩ সপ্তাহ পূর্ব থেকে গণ্য হবে। | দেখা যায় যে, সম্ভাব্য প্রার্থীগণ নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই মনোনয়ন পাওয়া ও প্রচারণার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে অর্থ ব্যয় করে থাকেন। তাই নির্বাচনী খরচ বলতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার এক বছর পূর্ব থেকে প্রার্থী নিজে বা তার পক্ষে মনোনয়ন পাওয়ার ও প্রচারনার লক্ষ্যে সকল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ খরচ নির্বাচনী ব্যয় বলে গণ্য করা উচিৎ ।<br>উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে আসন শূন্য হওয়ার তারিখ থেকেই নির্বাচনী ব্যয় হিসাব করা যেতে পারে। |
| নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস | নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে কোন প্রস্তাব করে নি। | সৎ প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনী ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। নির্বাচনী ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল অথচ সৎ ও যোগ্য প্রার্থীগণ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবেন। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামার আকারে দাখিলকৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি কমন পোস্টার তৈরী করে সকল প্রার্থীর মধ্যে বণ্টনসহ অন্তত ৩/৪টি প্রজেকশন মিটিং এর আয়োজন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। একই সাথে নির্বাচনী শোডাউন বন্ধ করা দরকার। নির্বাচনী ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন নিরীক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন। |

| | | |
|---|---|---|
| রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং প্রার্থী ও দল কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত হিসাব দাখিল ও নিরীক্ষা | বিদ্যমান আইনানুযায়ী, যে সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেবে সে সকল দল নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচন সমাপ্ত পর্যন্ত সকল আয়-ব্যয় এর যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবে, বিশেষ করে ১০০০ টাকার উপরে সকল প্রাপ্তির ব্যাপারে দাতাদের নাম, ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে এবং এরূপ প্রাপ্ত অর্থ তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।<br>এছাড়াও ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এবং নির্বাচন সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে রাজনৈতিক দলের তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট রির্টানিং অফিসারের নিকট নিরীক্ষার জন্য দাখিলের বিধান রয়েছে।<br>**এ সাথে কমিশনের নতুন প্রস্তাব হলো:**<br>নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল বিদেশী রাষ্ট্র, বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা ও জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক নন বা তাদের দ্বারা পরিচালিত কোন সংগঠন থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং কোন অসত্য তথ্য দাখিল বা গুরুত্বপুর্ন তথ্য গোপন করার ঘটনা উদঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট আসনে নির্বাচন বাতিলসহ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দ্বারা পূরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। | কমিশন কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির তত্ত্বাবধানে অডিট ফার্ম দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (তিন মাস) দাখিলকৃত তথ্য বিবরণীগুলোর নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। নিরীক্ষায় কোন বড় ধরণের অসঙ্গতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর সদস্যপদ বাতিলসহ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধণ বাতিল করা আবশ্যক। তবে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দ্বারা শূণ্য আসন পূরণের বিষয়টি আরো গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্র/নাগরিক/বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত সংস্থা থেকে অর্থ সংগ্রহের বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলেও ব্যক্তিগতভাবে কেউ পারবে কি না তা পরিষ্কার উল্লেখ নেই। |
| নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি | বিদ্যমান আইনানুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ যত দ্রুত সম্ভব কোন নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার করবে এবং তার নিকট নির্বাচনী দরখাস্তটি বিচারের জন্য দায়ের হবার তারিখ হতে ৬ মাসের মধ্যে বিচার শেষ করবার বিধান রয়েছে। হাইকোট বিভাগে কোন রায়ে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি ৩০দিনের মধ্যে আপিল বিভাগে উহার অনুমতিক্রমে আপিল করতে পারবে।<br>**এ বিষয়ে নতুন প্রস্তাব হলো:**<br>নির্বাচনী দরখাস্তের নিস্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগে এককভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বেঞ্চ থাকবে এবং দরখাস্ত দাখিল হবার ৬ মাসের মধ্যে মামলা নিস্পত্তি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ পুনর্গঠন সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগ জাতীয় সংসদ অধিবেশন না থাকে এমন সময় সদস্যদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দেবেন।<br>হাইকোর্ট বিভাগের কোন রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের হলে আপিল বিভাগ তা দাখিলের দুই মাসের মধ্যে এবং লিভ টু আপিল মঞ্জুর হলে ছয় মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করবেন। হাইকোট বিভাগে কোন রায়ে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি ৩০দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে। এরূপ আপিলে আপিল বিভাগের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। | নির্বাচনী মামলা দাখিলের ৬ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে প্রধান বিচারপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করবেন। এ সকল বেঞ্চ শুধুমাত্র নির্বাচনী মামলাই পরিচালনা করবে। নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ লক্ষ্যে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চকে পুনর্গঠন বা বিলুপ্ত না করা, অন্যান্য আইন-বিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন হাইকোর্ট ডিভিশন ২ বারের বেশি কোন কারণে নির্বাচনী মামলা মূলতবী না করা প্রয়োজন। সংসদ চলাকালীন সময়েও সংশ্লিষ্ট সাংসদকে আদালতে উপস্থিত থাকার বিধান করা প্রয়োজন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত লিভ টু আপিলের শুনানি দাখিলের ৩ মাসের মধ্যে এবং আপিলটি মঞ্জুর করা হলে ৬ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করা আবশ্যক। তবে আদালতের ওপর কোন বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া যায় কিনা আইনজ্ঞরা এ ব্যাপারটি ভেবে দেখতে পারেন। |
| রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন | বিদ্যমান আইনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।<br>নতুন আইনে নির্বাচন কমিশন কতিপয় শর্তাধীন রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের প্রস্তাব করেছে। ১. নিবন্ধনের শর্তাবলী হলো:<br>ক) বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে কোন সংসদ নির্বাচনে একটি আসন লাভ বা উপরোক্ত নির্বাচনের যে কোন একটিতে দুই শতাংশ ভোট প্রাপ্তি বা কেন্দ্রীয় কমিটিসহ দেশের অর্ধেক প্রশাসনিক জেলায় ও উপজেলায় কমিটি ও অফিস থাকা এবং জেলাগুলোতে এক হাজার সদস্য এবং উপজেলায় দুইশত সদস্য থাকা ।<br>খ) দলের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকবে:<br>-দল পরিচালনার জন্য প্রত্যক্ষ ভোট ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেন্দ্রীয় কমিটিসহ | নিবন্ধনের শর্ত বিশেষ করে নতুন দলের জন্য বেশ কঠোর। অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে আগামী নির্বাচনে দুই শতাংশের কম ভোট পেলে নিবন্ধন আপনা থেকে বাতিল হয়ে যাবে এই শর্তে নতুন দলকে নিবন্ধন দেয়া যেতে পারে।<br>৩৩% মহিলাদের জন্য সকল কমিটিতে সংরক্ষনের বিষয়টি পূরণের জন্য ২ বছর সময় দেয়া যেতে পারে।<br>প্রতি দুই বছর পর পর নিবন্ধন নবায়নের বিধান রাখা যেতে পারে। ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনী ইশতেহার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছে সেই সম্পর্কে প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন এবং মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের বিধান রাখা আবশ্যক। সকল আয়-ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত করার বিধান আবশ্যক। |

| | | |
|---|---|---|
| | সকল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়া;<br>- কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনপক্ষে ৩৩% সদস্যপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা<br>- দলের কোন অঙ্গ সংগঠন না থাকা<br>- সংশ্লিষ্ট এলাকার দলীয় সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোট ও গোপন ব্যলটের মাধ্যমে সংসদ ও অন্যান্য নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের বিধান থাকা<br>- দেশের বাইরে দলের কোন দপ্তর বা শাখা না থাকা।<br>২. নিবন্ধিত দলের পালনীয় বিষয়াবলী:<br>নিবন্ধিত দলকে প্রতি বছর ৩১ জুলাই এর মধ্যে অব্যবহিত পূর্বের বছরের লেনদেন অডিট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবের প্রতিবেদন এবং নতুন কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত কাগজপত্র কমিশনে দাখিল করা<br>৩. নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সুযোগ-সুবিধা:<br>ক) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ ব্যক্তি, কোম্পানি বা কোন বেসরকারি সংস্থা হতে চাঁদা বা দান গ্রহণ করতে পারবে এবং এসকল চাঁদা, অনুদানকে আয়করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে; খ) কোন ব্যক্তি ৫ লক্ষ টাকা এবং প্রতিষ্ঠান ২৫ লক্ষ টাকার উদ্ধে চাঁদা বা অনুদান প্রদান করতে পারবে না। | |
| নির্বাচন কমিশনের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা | বিদ্যমান আইনে, নির্বাচনী আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য প্রার্থীতা বাতিল বা নির্বাচন স্থগিত/বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। নতুন আইনে অধ্যাদেশ বা আচরণ বিধির গুরুতর বিধান লঙ্ঘনের জন্য কমিশনকে প্রার্থীতা বাতিল, নির্বাচন স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। | নির্বাচনী আইনের গুরুতর লঙ্ঘনজনিত কারণে প্রার্থীতা বাতিল, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা স্থগিত ইত্যাদির জন্য সিনিয়র জেলা জজ বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ছয়টি বিভাগে ছয়টি 'ইলেকশনস মিসকণ্ডাক্টস এবং ডিসকোয়ালিফিকেশন' কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল করা যাবে। কমিশন ৭২ ঘন্টার মধ্যে আপিল নিস্পত্তি করবে এবং কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। একইসাথে নির্বাচনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নির্বাচনী নিয়ম-কানুন ভঙ্গ বা লঙ্ঘন বা কোন ধরনের অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক শাস্তির বিধান রাখা প্রয়োজন। |
| কমিশনের বিশেষ প্রস্তাব | নতুন আইনে কমিশন কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাব করেছে। এগুলো হলো:<br>ক) কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রদান; খ) কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে কোন আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না; গ) কমিশন এবং কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না; ঘ) হাইকোর্ট বিভাগ উহার অবমাননার জন্য যে শাস্তি আরোপ করতে পারে, কমিশনও তার অবমাননার জন্য উক্ত শাস্তি আরোপ করতে পারবে। | নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম মূলত প্রশাসনিক, যদিও কিছু ক্ষেত্রে কমিশন আধা-বিচারিক কার্য পরিচালনা করে। কমিশন অবমাননার ক্ষেত্রে শাস্তি আরোপের বিধানটি যুক্তি সঙ্গত নয়। |
| নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা | নির্বাচনী পরবর্তী সহিংসতা রোধে কমিশনের কোন সুপারিশ নেই। | ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তাই নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থী বা তার সমর্থকগণ কোনরুপ আনন্দ মিছিল, আতশবাজি ফোটানো, রং ছিটানো, মিষ্টি বিতরণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি করা প্রযোজন। এ সকল কার্যক্রমকে নির্বাচন পরবর্তী অনিয়ম হিসাবে গণ্য করা এবং এক্ষেত্রে বিজয়ী প্রার্থীর সংশ্লিষ্টতার প্রমান পাওয়া গেলে সদস্যপদ বাতিল করা যেতে পারে। |